দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ৯ বৈশাখ ১৪১
২২ এপ্রিল ২০১২

গরুর ব্যাবেসিওসিস রোগ

• কৃষিবিদ বকুল হাসান খান •

যেকোনো গরুরই ব্যাবেসিওসিস রোগ হতে পারে। Boophilus microplus নামের এক ধরনের উকুনের কামড়ে এই পরজীবী গরুর দেহে প্রবেশ করে রক্তের লোহিত কণিকায় আশ্রয় নেয়, সেখানেই বংশ বৃদ্ধি করে। ক্রমেই অন্যান্য লোহিত কণিকায়ও আক্রমণ করে। এতে লোহিত কণিকা ভেঙে হিমোগ্লোবিন রক্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা চুনার মাধ্যমে বের হয়ে আসে। বেশি লোহিত কণিকা আক্রান্ত হলে গরুর রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

রোগের লক্ষণ: জ্বর হচ্ছে এই রোগের প্রথম লক্ষণ। জীবাণু বহনকারী উকুনের কামড়ের প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যেই জ্বর দেখা দেয়। গরু ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। শ্বাস গ্রহণের চেয়ে শ্বাস একটু জোরে ত্যাগ করে। খাবারের রুচি কমে যায়। আক্রান্ত গরু দুর্বল হয়ে যায়। চোখ এবং দাঁতের মাড়ি ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চুনার সাথে রক্ত বের হয়। অনেক সময় পায়খানার সাথেও রক্ত বের হতে পারে। গর্ভবতী গাভীর ক্ষেত্রে গর্ভপাত হতে পারে। গরু কোনো কিছুর সাথে মাথা ঘষা, বৃত্তাকারে চারদিকে ঘোরাসহ এই ধরনের নানান অসংলগ্ন আচরণ করতে পারে। পক্ষাঘাত, অচেতন হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে।

রোগ সনাক্ত করা: রোগের লক্ষণ দেখে এ রোগ নিরুপণ করা যায়। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আক্রান্ত গরুর রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসা: এই রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের ওষুধ রয়েছে। বাজারে এখন যেসব ওষুধ পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে ইমিডোকার্ব ও ডিমিনাজেন এসিচুরেট বেশি ব্যবহার করা হয়। সব সময় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত।

প্রতিরোধ: প্রতিরোধে উকুন নিয়ন্ত্রণ জরুরি। এ জন্য যেসব এলাকায় এই উকুনের প্রাদুর্ভাব সেখানে পানির মধ্যে একারাসিড জাতীয় ওষুধ গুলে গরুকে গোসল করাতে হবে। চার থেকে ছয় সপ্তাহ পর পর গোসল করালে উকুনের আক্রমণের সম্ভাবনা কমে। দেশীয় গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি বলে এই রোগ কম হয়। সঙ্কর জাতের কিংবা বিদেশি জাতের গরু সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ জন্য ভ্যাকসিন দেয়া প্রয়োজন।